International Journal of Multidisciplinary Trends

E-ISSN: 2709-9369
P-ISSN: 2709-9350
www.multisubjectjournal.com
IJMT 2024; 6(11): 01-07
Received: 02-08-2024
Accepted: 01-09-2024

Jayanta Biswas
Ph.D. Scholar, Department of Education, Swami Vivekananda University, Barrackpore, West Bengal, India

Dr. Amitava Bhowmick
Assistant Professor, Department of Education, Swami Vivekananda University, Barrackpore, West Bengal, India

Corresponding Author:
Jayanta Biswas
Ph.D. Scholar, Department of Education, Swami Vivekananda University, Barrackpore, West Bengal, India

শিক্ষায় মূল্যবোধ গঠনে শ্রীমদভগবদগীতার প্রাসঙ্গিকতা

Jayanta Biswas and Dr. Amitava Bhowmick

DOI: https://doi.org/10.22271/multi.2024.v6.i11a.492

সারসংক্ষেপঃ

শিক্ষাক্ষেত্রে মূল্যবোধ জাগ্রত করার জন্য শ্রীমদভগবদগীতার শ্লোক সমূহ কতটা প্রাসঙ্গিক তা এই পত্রিকাটিতে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে। এই কাজটি সম্পূর্ণরূপে গুণগত গবেষণার মধ্যে পড়ছে এবং এই পত্রিকাটি লেখার জন্য গীতার বিভিন্ন শ্লোক প্রাথমিক উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে, আবার গৌণ উৎস হিসাবে বিভিন্ন পত্রিকা ও অর্জিত ব্যক্তির পরামর্শ গ্রহণ করা হয়েছে। এই বিষয়টি শিক্ষাক্ষেত্রের চারটি উদ্দেশ্যকে নেওয়া হয়েছে, যথা- শ্রীমদভগবদগীতার প্রেক্ষিতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে পারস্পরিক প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং গীতার শ্লোক দ্বারা যথাযথভাবে পর্যালোচনা করা, শ্রীমদভগবদগীতার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে মূল্যবোধ গঠনে মানসিক, প্রাক্ষোভিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশের সমন্বয়নকে পর্যালোচনা করা, শিক্ষার্থীদেরকে উপযুক্ত পথে পরিচালিত করার জন্য মূল্যবোধ জাগ্রতকরনে শ্রীমদভগবদগীতার শ্লোকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আনুসান্ধান করা, শ্রীমদভগবদগীতার শ্লোককে কাজে লাগিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ জাগ্রত করা যায় কি না তা পর্যালোচনা করা। এই উদ্দেশ্যগুলিকে ব্যাখ্যা করার জন্য শ্লোকগুলির মর্মার্থকে কাজে লাগিয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে কিভাবে প্রয়োগ করা যায় এবং কিভাবে তাকে বাস্তবায়িত করা যায় তার উপরেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে পাঠ্যক্রমে এমন ধরনের বিষয় নির্বাচন করা দরকার। আবার বিভিন্ন ধরনের সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী এবং বিভিন্ন ধরনের শিক্ষামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে যেগুলির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে যথাযথ মূল্যবোধ জাগ্রত হবে।

সূচক শব্দঃ শিক্ষা, মূল্যবোধ, শ্রীমদভগবদগীতা

ভূমিকাঃ

শ্রীমদভগবদগীতা হিন্দু ধর্মের এমন একটি গ্রন্থ যার বিভিন্ন শ্লোকগুলি শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের মূল্যবোধ গঠনের জন্য অত্যন্ত কার্যকরী। বিভিন্ন মানবিক মূল্যবোধের মধ্যে রয়েছে নৈতিক মূল্যবোধ যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- দয়া, মায়া, স্নেহ, ভালোবাসা ইত্যাদি। সামাজিক মূল্যবোধ যার মধ্যে রয়েছে - সামাজিকতাবোধ, শৃঙ্খলাবোধ, সহযোগিতা, সহানুভূতি, দলবদ্ধতা ইত্যাদির মত বৈশিষ্ট্য সমূহ। আবার ব্যক্তিত্বের বিকাশে মানসিক, প্রাক্ষোভিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশের সমন্বয়ন এবং কর্ম জ্ঞান ও সমন্বয়ের মাধ্যমে মানসিক শৃঙ্খলা সৃষ্টি ইত্যাদি। এছাড়াও আরও বিভিন্ন মূল্যবোধ রয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিটি শিক্ষার্থীর মধ্যে উপরোক্ত মূল্যবোধ গুলিকে জাগ্রত করার প্রয়োজন রয়েছে। কারণ ওই সমস্ত মূল্যবোধ গুলি একজন শিক্ষার্থীকে জীবনের সঠিক পথ দেখাতে পারে। এই মূল্যবোধ বিকাশের জন্য শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত বিভিন্ন শ্লোক সমূহ যেগুলি শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে প্রদান করেছেন সেগুলিকে যথাযথভাবে পর্যালোচনা করে কেবলমাত্র তত্ত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে বাস্তবে প্রয়োগের প্রয়োজন। বর্তমান বিজ্ঞান প্রযুক্তির যুগে সভ্যতার উন্নয়নের

সাথে সাথে শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত শিক্ষক-শিক্ষার্থী, প্রশাসক প্রত্যেকের মধ্যেই মূল্যবোধের সংকট দেখা যাচ্ছে। প্রত্যেকেই চাইছে কত সহজে বিজ্ঞান প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন ধরনের মূল্যবোধের অবক্ষয় করেও নিজেকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা এবং আর্থিক দিক থেকে বৃত্তশালী হওয়া। এই চিন্তাধারা মানবিক মূল্যবোধের পরিপন্থী। যেকোনো প্রকারেরই হোক না কেন প্রত্যেকেই বিভিন্ন ধরনের ছলনার আশ্রয় নিয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে চাইছে। সমগ্র বিশ্বব্যাপী এই ধরনের মানুষের সংখ্যাই বেশি। এর ফলেই বিশ্বব্যাপী খুন, ধর্ষণ, নারী নির্যাতন প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের রাষ্ট্রদ্রোহী ক্রিয়াকলাপ বেড়েই চলেছে। যে কোন দেশকে যথাযথ অগ্রগতির জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে অবশ্যই প্রয়োগ করতে হবে কিন্তু কখনোই মূল্যবোধ বা আদর্শকে বিসর্জন দিয়ে নয়। মূল্যবোধ বা আদর্শ ছাড়া কোন জাতির প্রকৃত উন্নয়ন কখনোই সম্ভব নয়। প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে সততা, দয়া, মায়া, সহানুভূতি, স্নেহ, ধৈর্য, সহনশীলতা, সহযোগিতার মনোভাব ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য গুলি অবশ্যই থাকা প্রয়োজন। এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে প্রয়োজন প্রকৃত শিক্ষার। এই শিক্ষা প্রাথমিক স্তর থেকেই শুরু হওয়া দরকার। তাই গবেষণা পত্রটিতে পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে (বিশেষ করে সাহিত্য ও সমাজবিজ্ঞান) শিক্ষার্থীদের মধ্যে শ্রীমদভগবদগীতার শ্লোকের মর্মার্থকে কাজে লাগিয়ে মূল্যবোধ গঠনের জন্য কি ধরনের পন্থা নেওয়া যেতে পারে সে বিষয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করার হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের মূল্যবোধ জাগ্রত করার ক্ষেত্রে শ্রীমদভগবদগীতার একটি শ্লোক উল্লেখ করা যেতে পারে। যথা,-

বিদ্যাবিনয়সংপন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥[1]

শ্লোকটির অর্থ হলো- জ্ঞানী ব্যক্তিরা বিদ্যা এবং বিনয় সমৃদ্ধ। ব্রাহ্মণ, গোরু, হাতি, এবং কুকুরের মাংস খাওয়া মানুষকে সমভাবে দেখে।
এক্ষেত্রে যে বিভিন্ন ধরনের জীবের কথা বলা হয়েছে সেই জীব গুলিকে প্রকৃত জ্ঞানীরা সমানভাবে উপলব্ধি করে। তারা জাতি, ধর্ম,বর্ণ, পরশু বা মানবের পার্থক্য বিচার বিবেচনা করে না অর্থাৎ এই দৃষ্টিভঙ্গি সাম্যের শিক্ষা প্রদান করে এবং সকল জীবের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে শেখায়। এই মনোভাব শিক্ষাক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই মাধ্যমিক পাঠ্যক্রমে সাহিত্যে এই মর্মার্থ কেন্দ্রিক গল্প, কবিতা, উপন্যাস মাধ্যমিক শিক্ষায় রাখা যেতে পারে। তাই গবেষক আর গবেষণা পত্রটিতে মূল্যবোধ জাগ্রত করতে শ্রীমদভগবদগীতার প্রাসঙ্গিকতা আলোচনা করেছেন।

উদ্দেশ্যঃ

শিক্ষাক্ষেত্রে যে মূল্যবোধ গুলিকে গবেষণাপত্রে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সেগুলি হলো -

1. শ্রীমদভগবদগীতার প্রেক্ষিতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে পারস্পরিক প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং গীতার শ্লোক দ্বারা যথাযথভাবে পর্যালোচনা করা।
2. শ্রীমদভগবদগীতার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে মূল্যবোধ গঠনে মানসিক, প্রাক্ষোভিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশের সমন্বয়নকে পর্যালোচনা করা।
3. শিক্ষার্থীদেরকে উপযুক্ত পথে পরিচালিত করার জন্য মূল্যবোধ জাগ্রতকরনে শ্রীমদভগবদগীতার শ্লোকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আনুসান্ধান করা ।
4. শ্রীমদভগবদগীতার শ্লোককে কাজে লাগিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ জাগ্রত করা যায় কি না তা পর্যালোচনা করা।

গবেষণামূলক প্রশ্নঃ

- শ্রীমদভগবদগীতার প্রেক্ষিতে শ্লোকের ব্যাখ্যার মাধ্যমে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে পারস্পরিক প্রীতির সম্পর্ক কি গড়ে তোলা যায়?
- শ্রীমদভগবদগীতার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে মূল্যবোধ গঠনে মানসিক, প্রাক্ষোভিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশের সমন্বয়নকে কি পর্যালোচনা করা সম্ভব?
- শিক্ষার্থীদেরকে উপযুক্ত পথে পরিচালিত করার জন্য যে মূল্যবোধ প্রয়োজন সেগুলি কি শ্রীমদভগবদগীতার শ্লোকের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায়?
- শ্রীমদভগবদগীতার শ্লোককে কাজে লাগিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ জাগ্রত করা যায় কি?

পদ্ধতিঃ

গবেষণাপত্রটির জন্য দার্শনিক, বর্ণনাত্মক এবং গুণগত পদ্ধতিকে ব্যবহার করা হয়েছে। এক্ষেত্রে মূল প্রতিপাদ্য বিষয়গুলিকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

- **মুখ্য উৎসঃ** প্রাথমিক উৎস হিসাবে শ্রীমদভগবদগীতার কতকগুলি শ্লোক এবং তার মর্মার্থ সম্পর্কে জানার জন্য রামসুখদাস স্বামীর লেখা শ্রীমদভগবদগীতা গ্রন্থ ব্যবহার করা হয়েছে।
- **গৌণ উৎসঃ** গৌণ উৎস হিসেবে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, গবেষণা পত্রকে কাজে লাগানো হয়েছে।

তথ্য সংগ্রহ ও তথ্য বিশ্লেষণঃ

1. শ্রীমদভগবদগীতার প্রেক্ষিতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে পারস্পরিক প্রীতির সম্পর্কঃ

শ্রীমদভগবদগীতার চতুর্থ অধ্যায়ের 34 নম্বর শ্লোকটি হলো-

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥[2]

শ্লোকটির মর্মার্থ হলো - জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানী ব্যক্তির সান্নিধ্য লাভ এবং তার কাছ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান সত্যের অনুসন্ধানে সাহায্য করে, কারণ একজন জ্ঞানী ব্যক্তি যথাযথ জ্ঞান অর্জন করেছেন সাধনা দ্বারা, উক্ত শ্লোক অনুসারে বলা যায় জ্ঞানী ব্যক্তি হলেন শিক্ষক এবং যে ব্যক্তি শিক্ষকের থেকে জ্ঞান অর্জন করছে সেই হলো শিক্ষার্থী। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর পারস্পরিক প্রীতির সম্পর্কের মাধ্যমে শিক্ষকের কাছ থেকে বিভিন্ন বিষয়ে যথাযথ জ্ঞান আহরণ করতে পারে। শিক্ষকের বিনয়ী আচরণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে মূল্যবোধ জাগ্রত করে। শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধার সম্পর্ক শিক্ষাক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষক শিক্ষার্থীর প্রীতির সম্পর্ক শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। যদি শিক্ষার্থী শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয় তবে সেই মূল্যবোধে শিক্ষার্থীদের মধ্যেও পারস্পরিক প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তুলতে সাহায্য করে।কারণ শিক্ষকের বিনয়ী আচরণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। শ্রীমদভগবদগীতার চতুর্থ অধ্যায়ের 38 নম্বর শ্লোকে বলা হয়েছে -

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তত্স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥[3]

শ্লোকটির প্রকৃত অর্থ হলো - জ্ঞান সর্বাধিক পবিত্র, যিনি যোগের মাধ্যমে যথাযথভাবে জ্ঞানকে উপলব্ধি করেন, তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী। শিক্ষাক্ষেত্রে যিনি শিক্ষক হবেন তার প্রকৃত জ্ঞান থাকা উচিত। শিক্ষার্থীরা যদি বৃত্তিমূলক সম্পর্কের মাধ্যমে শিক্ষকের কাছ থেকে জ্ঞান লাভ করে তবে সেই জ্ঞানই তার কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। প্রীতির সম্পর্ক শিক্ষার্থীদের মধ্যে আত্মোপলব্ধিতে সাহায্য করে। তাই এই শ্লোকটি শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবোধ জাগ্রত করার ক্ষেত্রে সহায়ক।

সুতরাং গীতার এই শ্লোক দুটি দ্বারা শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার মতো মূল্যবোধ গড়ে তুলতে সাহায্য করে। গীতায় এই সংক্রান্ত আরও বিভিন্ন শ্লোক রয়েছে। যেহেতু মাধ্যমিক শিক্ষার্থীরা বয়ঃসন্ধিকালীন অবস্থায় থাকে এবং এই সময়কালকে স্ট্যানলি হল- " ঝড়-ঝঞ্ঝার কাল" বলে অভিহিত করেছেন। তখন তাদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের বিশৃঙ্খলা আচরণের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, যা তাদেরকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে এবং অনেক শিক্ষার্থী বিপথগামী হয় কিন্তু এই মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের যথাযথ পথে আনতে হলে এই শ্লোকটির মর্মার্থ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই রোগ গুলিকে পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত না করে শ্লোকগুলির মর্মার্থ সূচক বিভিন্ন কবিতা, প্রবন্ধ, উপন্যাস, পাঠক্রম ও সহপাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। এই ধরনের মূল্যবোধ জাগ্রত করণে যে বিভিন্ন কবি বা লেখকের লেখা রয়েছে সেগুলিকে পাঠ্যক্রম বা সহপাঠ্যক্রম কার্যাবলীতে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এই ধরনের বিষয় মাধ্যমিক স্তরে থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে বেশিরভাগ বিদ্যালয়ে এই মূল্যবোধ জাগ্রত করার জন্য যথোপযুক্ত নজর দেওয়া হয় না। এই ব্যাপারে শিক্ষক ও অভিভাবক প্রত্যেকের ভূমিকা রয়েছে।

2.শ্রীমদভগবদগীতার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে মূল্যবোধ গঠনে মানসিক, প্রাক্ষোভিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশের সমন্বয়নকে পর্যালোচনাঃ

মানসিক বিকাশের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো আত্মসংযম, আত্মনিয়ন্ত্রণ, ধৈর্য ইত্যাদি যেগুলি শিক্ষার্থীর মানসিক স্থিতিশীলতা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই গুরুত্ব যথাযথ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শ্রীমদভগবদগীতার বিভিন্ন শ্লোককে কাজে লাগানো যায়। যেমন শ্রীমদভগবদগীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের 47 নম্বর শ্লোকে বলা হয়েছে,-

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোস্ত্বকর্মণি ॥[4]
এই শ্লোকটির তাৎপর্য বোঝাতে গেলে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যুদ্ধক্ষেত্রে দায়িত্ব পালন সম্পর্কে যে নির্দেশ দিচ্ছেন সেটি ব্যক্ত হয়েছে। তিনি বলেছেন আমাদের দায়িত্ব পালনের অধিকার রয়েছে কিন্তু ফলের উপর নয় অর্থাৎ তিনি বলতে চেয়েছেন কর্মের জন্য প্রয়োজন নিষ্ঠা এবং যে নিষ্ঠা সহকারে তার নিজের কাজ করে সফলতার কথা না ভেবে তবে মানসিকভাবে তার পরিতৃপ্তি হবে। কারণ সফলতার কথা ভেবে যদি কার্য করে তবে কোনো কারণে বিফল হলে শিক্ষার্থী মানসিকভাবে আঘাত পাবে, যা তার শিখনের ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করে।
শ্রীমদভগবদগীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ের 35 নম্বর শ্লোকে বলা হয়েছে,-

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলং।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে ॥[5]

শ্রীমদভগবদগীতার উক্ত শ্লোকটিতে বলা হচ্ছে যে সাফল্য বা ব্যর্থতার উপর নির্ভর না করে যদি অর্জুন তার ক্ষত্রিয় ধর্ম অনুসারে আচরণ করে, তবে সেই ধরনের মানসিকতা আনতে হবে। শিক্ষাক্ষেত্রেও কোনো শিক্ষার্থী যদি আত্মবিশ্বাসী থাকে তবে শিক্ষায় সফলতা বা ব্যর্থতা কোনোভাবেই তাকে বিচলিত করে না। সুতরাং শিক্ষার অনুকূল মানসিক অবস্থা তৈরি করাই হলো একজন শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
শ্রীমদভগবদগীতার দ্বাদশ অধ্যায়ের 13 নম্বর শ্লোকে হয়েছে -

অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ॥[6]

যে ব্যক্তি সকল জীবের প্রতি বিদ্বেষ মুক্ত, বন্ধু মনোভাবাপন্ন অহংকারহীন, ক্ষমাসীন মনোভাব ইত্যাদি রয়েছে সেগুলি বিভিন্ন ধরনের প্রক্ষোভ এবং এগুলি প্রকৃত ব্যক্তির থাকা উচিত। একজন শিক্ষার্থীর মধ্যে এই ধরনের প্রক্ষোভ জাগ্রত করা দরকার, কারণ প্রাক্ষোভিক এই বৈশিষ্ট্য গুলি শিক্ষার্থীদের দৈনন্দিন জীবন এবং সমাজের ক্ষেত্রে ইতিবাচক অবদান রাখতে সাহায্য করে। এছাড়াও আরও বিভিন্ন ধরনের প্রক্ষোভ রয়েছে যেমন - স্নেহ, দয়া, মায়া ভালবাসা ইত্যাদি প্রক্ষোভ সমূহ শিক্ষাক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রয়োজন। কারণ উপরোক্ত বিভিন্ন প্রক্ষোভগুলি শিক্ষায় শান্তিপূর্ণ পরিবেশ গড়ে তোলার পক্ষে সাহায্য করে। বর্তমান শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের অহিতকর প্রক্ষোভ শিক্ষার প্রকৃত তাৎপর্যকে নষ্ট করে দিচ্ছে। তাই শ্রীমদভগবদগীতার বিভিন্ন শ্লোক গুলির মাধ্যমে যে মূল চিন্তা ধারা রয়েছে সেগুলিকে জাগ্রত করার জন্য বিভিন্ন শ্লোক সমূহ বর্তমান শিক্ষাক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।
শ্রীমদভগবদগীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের 45 নম্বর শ্লোকে হয়েছে –

স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
স্বকর্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু ॥[7]

শ্লোকটির তাৎপর্য হলো - মানুষ নিজের কর্তব্য পালনের মাধ্যমে সিদ্ধি লাভ করতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলতে চাইছেন তিনি যদি নিজের দায়িত্ব পালন করেন তবে অধর্মের নিধন হবে এবং ধর্ম প্রতিষ্ঠা হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে যদি প্রত্যেক শিক্ষক-শিক্ষার্থী শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিবর্গ যদি নিজের দায়িত্ব পালন করেন তবে সেই মূল্যবোধ শিক্ষার্থী তথা সমাজের মধ্যে সঞ্চালিত হবে, এর ফলে শিক্ষার্থীর মধ্যে যে মূল্য গড়ে উঠবে তা তার আত্মশুদ্ধিতে সাহায্য করে।
শ্রীমদভগবদগীতা যেহেতু হিন্দু ধর্মগ্রন্থ তাই এর শ্লোক গুলিতে ব্যক্তির মধ্যে বিভিন্ন ধরনের আধ্যাত্মিক মূল্য জাগ্রত করে। যেমন ঈশ্বরের প্রতি নিজেকে সমর্পণ। ঈশ্বরের সাধনায় আত্মনিয়োগ ইত্যাদি সম্পর্কে শিক্ষাদান করে। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে ঈশ্বরের প্রতি আত্মসমর্পণের মাধ্যমে কর্মের সাথে লাভ করার গুরুত্বপূর্ণ কৌশল শেখাতে চেয়েছেন। শিক্ষার্থীদের জীবনের বিভিন্ন চড়াই-উতরাই পার হতে গিয়ে বিভিন্ন দুর্গমপথের মধ্য দিয়ে যেতে হতে পারে। তাই শিক্ষার্থীরা যদি ঈশ্বরের প্রতি আত্মসমর্পণ করতে পারে তবে তারা যে মানসিক শক্তি লাভ করবে তা তাদের জীবনে যেকোনো সংকটে স্থিতিশীল রাখতে সাহায্য করবে। শ্রীমদভগবদগীতার তৃতীয় অধ্যায়ের 34 নম্বর শ্লোকে বলা হয়েছে,-

যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ ॥[8]

এই শ্লোকে আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য আত্মসংযম এবং আত্মশুদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

একজন শিক্ষার্থীর মধ্যে যদি আত্মবিশ্বাস ও আত্মসংযম গড়ে তোলা সম্ভব হয় তবে তার জীবনে আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ জাগরণে সহায়ক হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে এই আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ শিক্ষার্থীদের মধ্যে জাগ্রত করা অতি জরুরী।

3. শিক্ষার্থীদেরকে উপযুক্ত পথে পরিচালিত করার জন্য মূল্যবোধ জাগ্রতকরনে শ্রীমদভগবদগীতার শ্লোকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আনুসান্ধান করা

কোন শিক্ষার্থীকে উপযুক্ত পথে পরিচালিত করতে গেলে যেসব মূল্যবোধ গুলি জাগ্রত করা প্রয়োজন সেগুলি হলো- দায়িত্ববোধ, কর্তব্যের প্রতি নিষ্ঠা, সৎচিন্তা, ক্রোধের নিয়ন্ত্রণ, সততা, ন্যায়পরায়ণ, অধ্যবসায় ইত্যাদির মত গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য গুলি থাকা প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে শ্রীমদভগবদগীতার বিভিন্ন শ্লোক রয়েছে। এই শ্লোকগুলির মধ্যে দুটি গুরুত্বপূর্ণ শ্লোককে ব্যাখ্যা করে তা কিভাবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে মূল্যবোধ জাগ্রত করে তা আলোচনা করা হয়েছে। শ্রীমদভগবদগীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের 63 নম্বর শ্লোকে বলা হয়েছে-

ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাত্স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাত্প্রণশ্যতি॥[9]

এই শ্লোকটির মূল তাৎপর্য হলো - ক্রোধের নিয়ন্ত্রণ প্রসঙ্গে শ্লোকে বলা হচ্ছে যে ক্রোধ মানুষের বিভিন্ন ধরনের বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে। যা একজন ব্যক্তির মনসংযোগকে বিঘ্নিত করে। ক্রোধের নেতিবাচক প্রভাব মূল্যবোধ জাগ্রত করার ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। তাই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ দিচ্ছেন যাতে কোন প্ররোচনায় তিনি কোন বিষয়ে .... হয়ে না পড়েন অর্থাৎ তিনি বোঝাতে চেয়েছেন ক্রোধ অধর্মের জন্ম দেয়।
শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষক- শিক্ষার্থী এবং শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ বিভিন্ন সময়ে ক্রোধের বশবর্তী হয়ে এমন অনেক কাজ করে থাকে যেগুলি তাদের মূল্যবোধ থেকে বিচ্যুত করে। তাই প্রত্যেক শিক্ষার্থীর মধ্যে ক্ষমতাকে সম্প্রসারিত করা দরকার। যাতে কোনো কারণে ক্রোধে মত্ত হয়ে যাতে কোনও অধর্মসূচক আচরণ থেকে বিরত হওয়া প্রয়োজন।
শ্রীমদভগবদগীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ের 16 নম্বর শ্লোকে বলা হয়েছে-

নাত্যশ্নতস্তু যোগোস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জুন॥[10]

শ্লোকটির তাৎপর্য হলো - শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন অতিরিক্ত নিদ্রা বা নিদ্রাহীনতা উভয়ই সঠিক চলার পথকে অমসৃণ করে তোলে। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে কোন শিক্ষার্থী যদি নিয়ন্ত্রিত এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন যাপন না করে তবে সে জীবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে সক্ষম হবে না। জীবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে প্রয়োজন ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন যাপন ইত্যাদির মতো মূল্যবোধ। এই সংক্রান্ত আরও অনেক শ্লোক রয়েছে যেগুলির অর্থ যথাযথ উপলব্ধি করে তাকে যদি শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় তবে তা শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত পথে পরিচালিত করতে সাহায্য করবে।

4. শ্রীমদভগবদগীতার শ্লোককে কাজে লাগিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ জাগ্রত করা যায় কি না তা পর্যালোচনা করা।

শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ জাগ্রত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দেশি-বিদেশি বিভিন্ন শিক্ষাবিদগণ শিক্ষাক্ষেত্রে শৃঙ্খলাবোধ জাগ্রত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আবার আমাদের দেশের বিভিন্ন প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষাক্ষেত্রে শৃঙ্খলার উপর যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কঠোর শৃঙ্খলা, কোন কোন ক্ষেত্রে স্বতঃস্ফূর্ত শৃঙ্খলা ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের শৃঙ্খলার কথা বলা হচ্ছে। তবে যাই হোক না কেন শৃঙ্খলা ছাড়া শিক্ষায় সফলতা আসতে পারে না। শ্রীমদভগবদগীতাতে বলা হচ্ছে শিক্ষার্থীদের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ, তাদের নৈতিকতাবোধ গড়ে তোলার জন্য অত্যন্ত কার্যকরী। শ্রীমদভগবদগীতাতে এই ধরনের শ্লোক রয়েছে যেগুলি শৃঙ্খলাবোধের প্রতিফলন ঘটায়। সেইরকম একটি শ্লোক হলো –

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েত্।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥[11]

শ্লোকটির অর্থ হলো নিজেই নিজেকে উন্নতি করো, নিজেকে কখনো অবনতি কোরো না। নিজের মন যেমন নিজের বন্ধু হতে পারে তেমনই নিজের মন হতে পারে নিজের শত্রু। সুতরাং এর মর্মার্থ করলে দাঁড়ায় আত্মশৃঙ্খলার দ্বারা মন এবং আচরণের উন্নত করা সম্ভব হয়। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে এই শ্লোকটির মর্মার্থ অতি গুরুত্বপূর্ণ। একজন

শিক্ষার্থী যদি নিজেকে কাম, ক্রোধ লোভ, বাসনা থেকে মুক্ত করতে পারে তবে তার মধ্যে এই শৃঙ্খলাবোধ চরিত্র গঠনের পক্ষে সহায়ক। এই সংক্রান্ত গল্প, কবিতা ইত্যাদি পাঠ্যক্রম এবং বিভিন্ন ধরনের সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলীতে প্রয়োগ করা যায়। জাতীয় শিক্ষানীতি গুলিতে আত্মশৃঙ্খলার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সুতরাং শৃঙ্খলা জাগ্রত করার ক্ষেত্রে শ্রীমদভগবদগীতার শ্লোক এবং জাতীয় শিক্ষানীতির সুপারিশ গুলি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।
শ্রীমদভগবদগীতার তৃতীয় অধ্যায়ের 16 নম্বর শ্লোকে বলা হয়েছে –

এবং প্রবর্তিতং চক্রং নানুবর্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি॥[12]

শ্লোকটির মর্মার্থ হলো -শ্লোকটির মর্মার্থ হলো - যে ব্যক্তি এই প্রকারে ভগবান কর্তৃক প্রবর্তিত যজ্ঞ অনুষ্ঠানের পন্থা অনুসরণ করে না, সেই ইন্দ্রিয় সুখ পরায়ন পাপী ব্যক্তি বৃথা জীবন ধারণ করে। এই শ্লোকটি শিক্ষার্থীদের দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধে জাগ্রত করতে সাহায্য করে। এই শ্লোকটির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমাজের প্রতি, পরিবারের প্রতি, নিজের প্রতি কর্তব্যবোধ জাগ্রত হয়। শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই ধারণা গড়ে তোলা যায় যে শুধুমাত্র নিজের ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করার জন্য নয়, সমাজকল্যাণেও কাজ করা উচিত। এই ভাবনা শিক্ষার্থীদের মধ্যে নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ গড়ে উঠতে সাহায্য করে। আবার বলা যায় জাতীয় শিক্ষানীতি গুলিতেও বিদ্যালয়ের বিভিন্ন নিয়ম-নীতি মেনে বিদ্যালয় প্রশাসনকে যদি কার্যকরী করা যায় তাহলে প্রশাসনিক শৃঙ্খলা যেমন থাকবে তেমন শিক্ষার্থীদের মধ্যেও শৃঙ্খলাবোধ জাগ্রত হবে।

উপসংহারঃ

শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন মূল্যের সাপেক্ষে যে মূল্যবোধ গুলি জাগ্রত করা দরকার সেগুলি হলো শিক্ষার্থীদের মধ্যে এবং শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তোলা। শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিভিন্ন মানসিক, প্রাক্ষোভিক, আধ্যাত্মিকতা বিকাশে সাহায্য করা। তাদের মধ্যে যথাযথ শৃঙ্খলাবোধ জাগ্রত করা। এই সমস্ত মূল্যবোধ গুলি একজন শিক্ষার্থীকে উপযুক্ত পথে পরিচালিত করতে সাহায্য করে। গবেষণা পত্রটিতে বিভিন্ন শ্লোকের মাধ্যমে উপরোক্ত মূল্যবোধগুলি কিভাবে জাগ্রত করা যায় তা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে। বর্তমান মূল্যবোধ সংকটের যুগে শ্রীমদভগবদগীতার শ্লোকগুলিকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করে শুধুমাত্র আমাদের দেশেই নয়, বিশ্বের সমস্ত দেশে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে এই অনুযায়ী যদি শিক্ষা পরিকল্পনা, শিক্ষার পাঠ্যক্রম তৈরি করা যায় তবে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটানো যাবে, যা শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের মূল্যবোধ জাগ্রত করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

তথ্যসূত্র:

1. শ্রীমদভগবদগীতা, পঞ্চম অধ্যায়, 18 নম্বর শ্লোক।
2. শ্রীমদভগবদগীতা, চতুর্থ অধ্যায় 34 নম্বর শ্লোক।
3. শ্রীমদভগবদগীতা, চতুর্থ অধ্যায় 38 নম্বর শ্লোক।
4. শ্রীমদভগবদগীতা, দ্বিতীয় অধ্যায়, 47 নম্বর শ্লোক।
5. শ্রীমদভগবদগীতা, ষষ্ঠ অধ্যায়, 35 নম্বর শ্লোক।
6. শ্রীমদভগবদগীতা, দ্বাদশ অধ্যায় 13 নম্বর শ্লোক।
7. শ্রীমদভগবদগীতা, অষ্টাদশ অধ্যায়, 45 নম্বর শ্লোক।
8. শ্রীমদভগবদগীতা, ষষ্ঠ অধ্যায়,10 নম্বর শ্লোক।
9. শ্রীমদভগবদগীতা, দ্বিতীয় অধ্যায়, 63 নম্বর শ্লোক।
10. শ্রীমদভগবদগীতা, ষষ্ঠ অধ্যায়,16 নম্বর শ্লোক।
11. শ্রীমদভগবদগীতা, ষষ্ঠ অধ্যায়, 5 নম্বর শ্লোক।
12. শ্রীমদভগবদগীতা, তৃতীয় অধ্যায় 16 নম্বর শ্লোক।
13. চট্টোপাধ্যায়, কুমার, মিহির (2022) "মূল্যবোধ শিক্ষা", কলকাতা -700009, রীতা পাবলিকেশন
14. চট্টোপাধ্যায়, মিহির ও পান্ডে,প্রণয় (2021-22), "মূল্যবোধ শিক্ষা", কলকাতা- 7 00009, রীতা পাবলিকেশন।
15. দাস, গুপ্ত, সুরেন্দ্রনাথ,(1922), "ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস", লন্ডন, কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি।
16. চট্টোপাধ্যায়, কুমার, মিহির মন্ডল, চৈতন্য ও পান্ডে প্রণয় (2019), " শিক্ষার দার্শনিক প্রেক্ষিত ", কলকাতা -700009, রীতা বুক এজেন্সি

17. ভট্টাচার্য, রমানাথ (২০১৯), ‘শ্রীমদভগবদগীতা’”, কলকাতা-৭০০০০৭, সজল পুস্তকালয়।
18. রায়, প্রমথনাথ (1989), "মহাভারত একটি সমালোচনামূলক অধ্যায়ন" মাদ্রাজ, শ্রী রামকৃষ্ণ মঠ।
19. সরণ, তেজস্বী(1954),"ভারতে গুরুকুল শিক্ষা ব্যবস্থা এবং আধুনিক সময়ে এর প্রয়োগ," গবেষণা প্রবন্ধে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়।